যুগান্তর

তারিখ 16 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

রাজধানীর স্কুলে স্কুলে ভর্তি বাণিজ্য

যুগান্তর

রাজধানীর একটি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে শিশুরা

মুসতাক আহমদ

ভর্তি মৌসুমকে সামনে রেখে রাজধানীর স্কুলগুলোতে 'ভর্তি বাণিজ্য' শুরু হয়েছে। অভিভাবকদের গলায় এক প্রকার ছুরি ধরে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এক্ষেত্রে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রমোশন কিংবা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও নিস্তার নেই। প্রমোশনপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাজার হাজার টাকা ডোনেশনসহ বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিকহারে বর্ধিত ফি এবং নতুন ছাত্রদের লাখ টাকা ডোনেশন দিয়ে ভর্তি হতে হচ্ছে। রাজধানীর অখ্যাত-বিখ্যাত প্রায় সব স্কুলের একই চিত্র। তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অভিভাবকদের বছরের শুরুতে সন্তানকে ভর্তি করাতে গিয়ে মাথায় হাত পড়েছে। কোন কোন স্কুলে ভর্তি ও আনুষঙ্গিক ফি এমন হারে বাড়ানো হয়েছে যে, অভিভাবকদের মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে অনেকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, রাজধানীর একটি স্কুলে বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা গত দু'দিন বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ পর্যন্ত করেছেন। আরও কয়েকটি স্কুলের অভিভাবকরাও এ পথে হাঁটার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা যায়। গত কয়েকদিন ধরে স্কুলগুলোতে সরেজমিন ঘুরে মিলেছে এসব তথ্য। এ ব্যাপারে স্কুলগুলোর বাণিজ্য : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

বাণিজ্য : ভর্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) প্রধানদের সঙ্গে সরাসরি বা টেলিফোনে কোনভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তি মৌসুমে বেতন, ভর্তি ফি, সেশন চার্জ, ফি বই, মিলাদ ফি, উৎসব ফি, ক্রীড়া ফি, পুনঃভর্তি, জরিমানা, ডোনেশনসহ বিভিন্ন নামে-বেনামের ফি বাড়িয়ে নেয়ার ঘটনা স্বাভাবিক। বছরের শুরুতে এরকম পরিস্থিতির জন্য অনেকটা প্রস্তুতই থাকেন তারা। কিন্তু বছরের পর বছর প্রতিকারহীনভাবে এ অবস্থা চলে আসায় শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের চাহিদা বেড়ে গেছে বহু গুণ। এ মন্তব্য মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজে ভর্তিচ্ছু এক ছাত্রের মায়ের। আসমাউল হোসনা শাপলা নামে ওই অভিভাবক সোমবার যুগান্তরকে বলেন, সোমবার ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দেয়া হবে পরীক্ষার ফলাফল। স্কুলে আগে ভর্তি ফি ছিল ১ হাজার ৮৫০ টাকা। এবার বাড়িয়ে প্রায় চারগুণ অর্থাৎ ৬ হাজার ২৫০ টাকা করা হয়েছে। তার মন্তব্য টাকা খাওয়ার জন্য শিক্ষকরা কতটা ব্যগ্র যে, সুষ্ঠুভাবে সময় নিয়ে খাতা মূল্যায়নের তরটুকু সইছে না। শাপলার অভিযোগ, একজন শিক্ষক তার ছেলেকে ভর্তি করানোর বিনিময়ে ১ লাখ টাকা দাবি করেছেন। তাড়াহুড়ো করে পরীক্ষা নিয়ে পরের দিনই ফল প্রকাশের ঘটনা উদয়ন বিদ্যালয়েও ঘটেছে। শুধু তাই নয়, ওই স্কুলে ভাইভার নামে বিত্ত ও প্রভাবশালী অভিভাবকদের খোঁজা হয় বলে অভিযোগ করলেন এক অভিভাবক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের দর্শন বিভাগের কর্মকর্তা পান্না গোপাল দাস জানান, তার ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হয়। তিনি তার স্ত্রীসহ শনিবার ভাইভা বোর্ডে গেলে কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, কর্মচারীদের জন্য এই [illegible]। তাকে নীলক্ষেত হাই স্কুলে ভর্তি করার পরামর্শ দেয়া হয় বলে তিনি জানান।

এভাবে উদয়ন বিদ্যালয়, অগ্রণী স্কুল, ভিকারুননিসা নূন, বিএএফ শাহীন, মনিপুর হাইস্কুল, বিসিআইসি স্কুল এন্ড কলেজ, সেন্ট গ্রেগরিসহ অখ্যাত-বিখ্যাত প্রায় সব স্কুলেই [illegible] কমবেশি আবার কোথাও কোথাও অস্বাভাবিকহারে ভর্তি ফিসহ অন্যান্য ফি বাড়ানো হয়েছে। ডোনেশন, উন্নয়ন বা ভবন নির্মাণ ফির নামে তো করা হয় 'ডাকাতি', নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ভুক্তভোগী অভিভাবক জানান, স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা হয় লোক দেখানো। আসনগুলো শিক্ষক, অভিভাবক নেতা, গভর্নিং বডির সদস্য কিংবা স্থানীয় প্রভাবশালীদের মাঝে বণ্টন হয়ে যায় আগেই।

রাজধানীর স্কুলগুলোয় রমরমা ভর্তি বাণিজ্যের ব্যাপারে ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একাধিক অভিযোগ পড়েছে। নামে-বেনামে ওইসব অভিযোগ করা হলেও মন্ত্রণালয় থেকে কোন ধরনের প্রতিকার পাওয়া যায়নি বলে জানালেন অভিভাবকরা। জানা যায়, মনিপুর হাইস্কুল, বিসিআইসি স্কুল এন্ড কলেজ, উদয়ন বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি স্কুলের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে ইতিমধ্যে একাধিক অভিযোগ পড়েছে। পৃথক অভিযোগে শিক্ষা বাণিজ্যকারী শিক্ষকদের হাত থেকে রেহাই দেয়ার জন্য আকুল আবেদন রয়েছে। ওইসব অভিযোগে বলা হয়েছে, যেহেতু বর্তমানে নির্দলীয় সরকার আছে এবং স্কুলগুলোর গভর্নিং বডির সভাপতি সরকারি শীর্ষ কর্মকর্তারা। তাই অতি সহজেই দুর্নীতিবাজদের হাত থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করা যাবে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মনিপুর হাইস্কুলে এবার [illegible] থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক বেতন [illegible] থেকে ২৫০ টাকা করা হয়েছে। চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীতে বাড়ানোই হয়েছে ১০০ টাকা। এছাড়া ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ২০০ টাকার বেতন সাড়ে ৩০০, নবম-দশম শ্রেণীর বেতন ৩০০ থেকে সাড়ে ৪০০ টাকা করা হয়েছে। গতবছর পর্যন্ত ভর্তি ফি ২ হাজার ৬৭৫ টাকা ছিল। এবার তা করা হয়েছে ৩ হাজার ২০০ টাকা। পূর্বনির্ধারিত জরিমানার সঙ্গে আরও ১০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে গত দু'দিন যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

ভর্তি বাণিজ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানে গতবছর ভর্তি ফি ছিল ১ হাজার ৮৫০ টাকা। তা এবার এক লাফে করা হয়েছে ৬ হাজার ২৫০ টাকা। বিসিআইসি স্কুল এন্ড কলেজে গতবছর পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি ফি ছিল যেখানে ২ হাজার ৬০০ টাকা, এবার সেখানে করা হয়েছে ৫ হাজার ৬০০ টাকা। উইলস লিটল স্কুল এন্ড কলেজে ইতিমধ্যে নার্সারি শাখার ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯ জানুয়ারি বাকি শ্রেণীর পরীক্ষা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ওই স্কুলেও এবার ভর্তি ফি ব্যাপক হারে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে অফিস সহকারী স্বপনের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় তিনি ব্যস্ত আছেন।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে এবার ডোনেশন ফি দেড়গুণ বাড়ানোর অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। এ ব্যাপারে গত এক সপ্তাহ ধরে অধ্যক্ষ রোকেয়া হোসেনের সঙ্গে সরাসরি, মোবাইল ও টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সফল হওয়া যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর বিভিন্ন ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল এবং ধানমণ্ডি এলাকার বাংলা-ইংরেজি উভয় মাধ্যমের স্কুলের ফি অস্বাভাবিক হারে বাড়ানো হয়েছে।